সন্নিহিত নৃত্যকারী ভক্তকে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৩৪ ॥

মহাসঙ্কীর্ত্তন-নর্ত্তন ঃ—

মহানৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসঙ্কীর্ত্তন।
দেখি' প্রেমাবেশে ভাসে নীলাচল-জন ॥ ২৩৫ ॥

প্রতাপরুদ্রের অট্টালিকোপরি কীর্ত্তন-দর্শন ঃ—

গজপতি রাজা শুনি' কীর্ত্তন-মহত্ত্ব।
অট্টালিকা চড়ি' দেখে স্বগণ-সহিত ॥ ২৩৬ ॥

রাজার বিস্ময় ও প্রভুপদ-দর্শনে উৎকণ্ঠা ঃ—

কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ॥ ২৩৭ ॥

কীর্ত্তনান্তে পুষ্পাঞ্জলি-দর্শনপূর্ব্বক ভক্তগণসহ গৃহে আগমন ঃ—

কীর্ত্তন-সমাপ্ত্যে প্রভু দেখি' পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি' ॥ ২৩৮ ॥

সকলের প্রভুহস্ত-বিতরিত প্রসাদ-সম্মান ঃ—

পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥ ২৩৯ ॥

ভক্তগণকে বিশ্রামার্থে অনুমতি-দান ঃ—

সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ॥ ২৪০ ॥

প্রভুসঙ্গে অবস্থানকালে সকলের এইরূপ কীর্ত্তনানন্দ-লাভ ঃ—

যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২৪১ ॥

বেড়ানৃত্য-কীর্ত্তন-শ্রবণে চিদ্বৃত্তিস্ফূর্ত্তি ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।
যেবা ইহা শুনে, হয় চৈতন্যের দাস ॥ ২৪২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৪৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'বেড়াকীর্ত্তন'-বিলাস-বর্ণনং নাম একাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেইরূপ মহাপ্রভুও যখন নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া মুখ দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাও প্রভুর একটী ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ। নেহানে—দেখে।

২৩৮। পুষ্পাঞ্জলি—জগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতে রাজা অনেক চেষ্টা করিলেন। প্রভু-নিত্যানন্দ সকলভক্তকে সঙ্গে লইয়া রাজার চিত্ত-ভাব প্রভুকে জানাইলেন। মহাপ্রভু তথাপি অস্বীকার করায় নিত্যানন্দপ্রভু একটী বহির্ব্বাস মহাপ্রভুর নিকট হইতে লইয়া রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন। রামানন্দ রায় অন্যদিবসে রাজাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত না হইয়া, রাজার পুত্রকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন ; রাজপুত্রের কৃষ্ণোদ্দীপক বেষ দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন। রথযাত্রার পূর্ব্বেই স্বীয় ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভু গুণ্ডিচাবাড়ী ধৌত ও মার্জ্জিত করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান করিয়া উপবনে সমস্ত বৈষ্ণব লইয়া মহাপ্রভু প্রসাদসেবা করিলেন। মন্দির-মার্জ্জন-সময়ে কোন গৌড়ীয় মহাপ্রভুর চরণে জল দিয়া সেই জল পান করায় একটী প্রেম-রহস্যের উদয় হইল। আবার অদ্বৈতপুত্র শ্রীগোপাল মূর্চ্ছিত হইলে তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় না দেখিয়া, মহাপ্রভু তাঁহাকে চেতন করিলেন। প্রসাদ-সেবন-সময়ে অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুতে একটু প্রেমকলহ হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রভু কহিলেন,—'অজ্ঞাত কুল-শীল নিত্যানন্দের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করা গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নয়' ; তদুত্তরে প্রভু নিত্যানন্দ বলিলেন,—"অদ্বৈতাচার্য্য 'অদ্বৈতসিদ্ধান্তে' নিপুণ ; ভদ্রলোকে তাঁহার সঙ্গে ভোজন করিলে চিত্ত, না জানি, কিরূপ হইয়া উঠে?' এই উভয় প্রভুর কথারই অত্যন্ত গূঢ়-রহস্য আছে, তাহা সম্ভক্ত লোকেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। বৈষ্ণবদিগের সেবা হইবার পর স্বরূপাদি সজ্জন গৃহমধ্যে প্রসাদসেবা করিলেন। শ্রীনব-যৌবন-দর্শন-দিনে ভক্তগণ লইয়া মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু-দর্শনে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গুণ্ডিচা-মার্জ্জনকারী গৌরসুন্দর ঃ—

শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১ ॥

জয় জয়গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

গৌরভক্তের নিকট গ্রন্থকারের কৃষ্ণচৈতন্যের গুণ-লীলা-বর্ণনে শক্তি প্রার্থনা ঃ—

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ ।
শক্তি দেহ,—করি যেন চৈতন্য-বর্ণন ॥ ৩ ॥

দাক্ষিণাত্য হইতে আসার পর প্রতাপরুদ্রের প্রভু-দর্শনোৎকণ্ঠা ঃ—

পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা ।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥ ৪ ॥

দর্শনার্থে ভট্টাচার্য্যকে প্রভুর অনুমতির জন্য লিপি-প্রেরণ ঃ—

কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম-ঠাঞি ।
প্রভুর আজ্ঞা হয় যদি, দেখিবারে যাই ॥ ৫ ॥

ভট্টকর্ত্তৃক প্রভুর নিষেধাজ্ঞা-জ্ঞাপন, পুনঃ লৌল্যলিপি-প্রেরণ ঃ—

ভট্টাচার্য্য লিখিল,—প্রভুর আজ্ঞা না হৈল ।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল ॥ ৬ ॥

ভক্তগণ-সমীপে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা ঃ—

'প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ ।
মোর লাগি' তাঁ-সবারে করিহ নিবেদন ॥ ৭ ॥
সেই সব দয়ালু মোরে হঞা সদয় ।
মোর লাগি' প্রভুপদে করিবে বিনয় ॥ ৮ ॥
তাঁ-সবার প্রসাদে মিলে শ্রীপ্রভুর পায় ।
প্রভুকৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায় ॥ ৯ ॥

প্রভু-কৃপার অভাবে রাজার নির্ব্বেদ এবং রাজ্য-ত্যাগের প্রতিজ্ঞা ঃ—

যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি ।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী ॥' ১০ ॥

সকল ভক্তকে রাজপত্র-প্রদর্শন ঃ—

ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি' চিন্তিত হঞা ।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সেই পত্রী লঞা ॥ ১১ ॥
সবারে মিলিয়া কহিল রাজ-বিবরণ ।
পিছে সেই পত্রী সবারে করাইল দরশন ॥ ১২ ॥

রাজার প্রভুভক্তি-দর্শনে সকল ভক্তেরই বিস্ময় ঃ—

পত্রী দেখি' সবার মনে হইল বিস্ময় ।
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয় !! ১৩ ॥

সকলেরই প্রভুর দৃঢ়সঙ্কল্প-হেতু ভয় ও রাজাকে অপ্রিয় সত্য-কথনে অনিচ্ছা ঃ—

সবে কহে,—"প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে ।
আমি সব কহি যদি, দুঃখ সে মানিবে ॥" ১৪ ॥

সার্ব্বভৌমের যুক্তি—প্রভুর নিকট রাজার ভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠা-বর্ণনেচ্ছা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"সবে চল' একবার ।
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজ-ব্যবহার ॥" ১৫ ॥

প্রভুসমীপে আসিয়াও সকলের রাজার কথা জ্ঞাপন করিতে ভয় ঃ—

এত বলি' সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে ।
কহিতে উন্মুখ সবে, না কহে বচনে ॥ ১৬ ॥

সকলের ভয়চকিত দৃষ্টি-দর্শনে প্রভুর আগমন-কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"কি কহিতে সবার আগমন ?
দেখিয়ে কহিতে চাহ,—না কহ, কি কারণ ??" ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। গৌরচন্দ্র আত্মীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির সম্মার্জ্জন (ও প্রক্ষালন) করত স্বীয় শীতল ও উজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া কৃষ্ণের উপবেশন-যোগ্য করিয়াছিলেন।

১৫। সার্ব্বভৌম কহিলেন,—আমরা সকলে একত্র হইয়া মহাপ্রভুর নিকটে রাজার সুবৈষ্ণব-ব্যবহার কীর্ত্তন করিব। রাজাকে দর্শন দিবার জন্য অনুরোধ করিব না।

অনুভাষ্য

১। সঃ গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ (নিজভক্তগণৈঃ সহ) শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরং সম্মার্জ্জয়ন্ (মলাদি-বিরহিতং কুর্ব্বন্) ক্ষালনতঃ (প্রক্ষালনাদিনা) স্বচিত্তবৎ (আত্মহৃদয়বৎ) শীতলং (ভোগবাসনানল-জনিত-ত্রিতাপবিহীনম্) উজ্জ্বলং (দীপ্তিবিশিষ্টং) চ কৃষ্ণোপ-বেশৌপয়িকং (কৃষ্ণস্য বাসযোগ্যং স্থানং) চকার।

৭-৯। 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—"কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম। সংসার-অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম।। শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব-ঠাকুর। আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর।। বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। মো-হেন পামর-প্রতি হ'বেন সদয়।।"

নিত্যানন্দের সভয়ে বক্তব্য-নিবেদন ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"তোমায় চাহি নিবেদিতে ।
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিত্তে ॥ ১৮ ॥
যোগ্যাযোগ্য তোমায় সব চাহি নিবেদিতে ।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ॥ ১৯ ॥

গৌরকৃপার অভাবে রাজ-প্রতিজ্ঞা নিবেদন ঃ—

কাণে মুদ্রা লই' মুঞি হইব ভিখারী ।
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি ॥ ২০ ॥

রাজার গাঢ় গৌরানুরাগ ঃ—

দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া ।
ধরিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া ॥" ২১ ॥

প্রভুর আচার্য্যোচিত কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম্মপর বাক্য ঃ—

যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হয় মন ।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥ ২২ ॥

রাজদর্শনরূপ ভক্তগণের ইচ্ছা জানিয়া প্রভুর অনুযোগ ঃ—

"তোমা-সবার ইচ্ছা,—এই আমারে লঞা ।
রাজাকে মিলহ ইঁহ কটকেতে গিয়া ॥ ২৩ ॥

বিধি-লঙ্ঘনে লোকনিন্দা ও দামোদর পণ্ডিতের বাগ্‌দণ্ডের সম্ভাবনা ঃ—

পরমার্থ থাকুক্, লোকে করিবে নিন্দন ।
লোকে রহু—দামোদর করিবে ভর্ৎসন ॥ ২৪ ॥

মর্য্যাদা-প্রদর্শনছলে দামোদরের অনধিকার-চর্চ্চার প্রতি কটাক্ষ ঃ—

তোমা-সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে ।
দামোদর কহে যবে, মিলি তবে তাঁরে ॥" ২৫ ॥

দামোদরের অভিমান ও অনুযোগ ঃ—

দামোদর কহে,—"তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ॥ ২৬ ॥
আমি কোন্ ক্ষুদ্রজীব, তোমাকে বিধি দিব ?
আপনি মিলিবে তাঁরে, তাহাও দেখিব ॥ ২৭ ॥
রাজা তোমারে স্নেহ করে, তুমি—স্নেহবশ ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ ॥ ২৮ ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র ।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র ॥" ২৯ ॥

প্রভুর মতে মত দিয়া নিত্যানন্দের রাজানুরাগ সমর্থন ঃ—

নিত্যানন্দ কহে—"ঐছে হয় কোন্ জন ।
যে তোমারে কহে, 'কর রাজদরশন' ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণানুরাগীর স্বভাব ও যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণের দৃষ্টান্ত ঃ—

কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয় ।
ইষ্ট না পাইলে নিজ-প্রাণ সে ছাড়য় ॥ ৩১ ॥
যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণী সব তাহাতে প্রমাণ ।
কৃষ্ণ লাগি' পতি-আগে ছাড়িলেক প্রাণ ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। কাণে মুদ্রা—পশ্চিমদেশে যোগিগণকে 'কাণ-ফাটা যোগী' বলে ; যোগীরা কাণে শম্বুকের অস্থিদ্বারা একটী চিহ্ন ধারণ করেন।

রাজা বলিলেন,—গৌরহরির দর্শন-বিনা রাজ্য-ভোগ চিত্তে নহে অর্থাৎ ভালে লাগে না।

২৪-২৫। পরমার্থ-বিচারে সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজ-সন্দর্শন দোষাবহ। সে-দোষের ত' কথাই নাই—আবার সন্ন্যাসীর স্বল্পদোষ দেখিলেই লোকে নিন্দা করে। লোকনিন্দা পরিত্যাগের একটু তাৎপর্য্য আছে,—জগতে ধর্ম্ম-প্রচারই সন্ন্যাসীর কর্ম্ম ; জগতে যদি নিন্দাই হইল, তাহা হইলে ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্য ভালরূপে হয় না ; এতন্নিবন্ধন লোক-রক্ষা করাও প্রয়োজন। লোকনিন্দার কথা দূরে থাকুক্—আমার নিকট এই যে দামোদর পণ্ডিত বসিয়া আছেন, ইঁহার হাতেই নিস্তার পাওয়া কঠিন, ইনি অবশ্যই আমাকে ভর্ৎসন করিবেন। শুধু তোমাদের আজ্ঞায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না ; যদি দামোদর মিলিত হইতে বলেন, তাহা হইলেই পারি।' প্রভুর এই বাক্যে অনেক গূঢ় অর্থ আছে,—দামোদরের ভক্তিবশ হইলেও তাঁহার বাগ্‌দণ্ড অনেক সময় প্রভুর পক্ষে অযোগ্য। এই কথায় দামোদরের সেই প্রবৃত্তি ছাড়িতে হইবে।

৩১-৩২। একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাখাল ও গরুর পাল লইয়া মথুরার নিকটবর্ত্তী হইলে রাখালদিগের ক্ষুধা হইল ; কৃষ্ণ কহিলেন,—'নিকটস্থ-বনে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট গিয়া আমার নামে অন্নভিক্ষা কর।' রাখালগণ গিয়া অন্ন যাজ্ঞা করিলে কর্ম্মজড় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা অন্ন দিলেন না। ব্রাহ্মণপত্নীগণ কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ রাখাল-

অনুভাষ্য

২৯। যদিও তুমি ঈশ্বর, সুতরাং কাহারও নিকট কোন প্রকারেই বাধ্য নও, তথাপি নিজস্বভাবক্রমে তুমি তোমার ঐকান্তিক ভক্তগণের প্রীতিতেই বাধ্য।

৩১। মধ্য, ২য় পঃ ২৮, ৪৩ ও ৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; ৪র্থ পঃ ১৮৬ সংখ্যা এবং অন্ত্য ৪র্থ পঃ ৬১-৬৪ সংখ্যা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

৩২। যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীগণের কৃষ্ণপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গ—ভাঃ ১০ স্কঃ, ২৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

নিত্যানন্দের যুক্তি ঃ—

এক যুক্তি আছে, যদি কর অবধান ।
তুমি না মিলিলেহ তাঁরে, রহে তাঁর প্রাণ ॥ ৩৩ ॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ' কৃপা করি' ।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে, তোমার আশা ধরি' ॥" ৩৪ ॥

নিত্যানন্দাদির বশ প্রভু ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি-সব পরম বিদ্বান্ ।
যেই ভাল হয়, সেই কর সমাধান ॥" ৩৫ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক গোবিন্দ-সমীপে প্রভুর বহির্ব্বাস গ্রহণ ঃ—

তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি গোবিন্দের পাশ ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥ ৩৬ ॥

সার্ব্বভৌমদ্বারে রাজাকে উহা প্রেরণ ঃ—

সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল ।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠা'ল ॥ ৩৭ ॥

প্রভুর বস্ত্র প্রভুসহ অভিন্ন জানিয়া রাজার সেবা ঃ—

বস্ত্র পাঞা রাজার হৈল আনন্দিত মন ।
প্রভুরূপ করি' করে বস্ত্রের পূজন ॥ ৩৮ ॥

পুরীতে আসিয়া প্রভুসঙ্গলাভার্থে রায়ের অবসর-গ্রহণ-জন্য রাজানুমতি-প্রাপ্তি ঃ—

রামানন্দ রায় যবে 'দক্ষিণ' হৈতে আইলা ।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা ॥ ৩৯ ॥

রায়কে প্রভুর দর্শন-লাভার্থে রাজার অনুরোধ ঃ—

তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা ।
আপনি মিলন লাগি' কহিতে লাগিলা ॥ ৪০ ॥

"মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে ।
মোরে মিলিবারে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥" ৪১ ॥

রাজসহ কটক হইতে পুরীতে আসিয়াই রায়ের প্রভুদর্শন ঃ—

একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা ।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ৪২ ॥

প্রভুসমীপে রাজার জন্য আবেদন ঃ—

প্রভুপদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার ।
প্রসঙ্গ পাঞা ঐছে কহে বারবার ॥ ৪৩ ॥

ব্যবহার-চতুর শ্রীরামানন্দ ঃ—

রাজমন্ত্রী রামানন্দ—ব্যবহারে নিপুণ ।
রাজপ্রীতি কহি' দ্রবাইল প্রভুর মন ॥ ৪৪ ॥

উৎকণ্ঠিত রাজাকে দর্শনদান-জন্য প্রভুকে প্রার্থনা ঃ—

উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে ।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভুরে মিলিবারে ॥ ৪৫ ॥
রামানন্দ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ।
"একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥" ৪৬ ॥

রায়ের নিকটই প্রভুর সদ্বিচার-যাচ্ঞা ঃ—

প্রভু কহে,—"রামানন্দ, কহ বিচারিয়া ।
রাজাকে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হঞা? ৪৭ ॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুকের দুই কুল নাশ ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস ॥" ৪৮ ॥

প্রভুকে রায়ের বিধিনিষেধাতীত 'ঈশ্বর'-জ্ঞান ঃ—

রামানন্দ কহে,—"তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র ॥" ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দিগের যাচ্ঞা শ্রবণ করত পতিগণের যজ্ঞ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন দিবার জন্য অনেক বিভ্রাট স্বীকার করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবত্তত্ত্বে অনুরাগ থাকিলে তাঁহার সেবার অভাবে ভক্ত প্রাণ ছাড়িতেও প্রস্তুত হয়।

অনুভাষ্য

৩৪। রাজার ভাগ্যে তোমার দর্শন-প্রাপ্তি কিছুতেই ঘটিবে না এবং সেই দর্শনাভাবজন্য তাঁহার প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে; এক্ষণে যদি তোমার একখানি পরিধেয় বহির্ব্বাস কৃপা করিয়া তাঁহাকে প্রদান কর, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি তোমার দয়া আছে বলিয়া বুঝিবে এবং ভবিষ্যতে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে,—এরূপ আশায় রাজাও প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে।

৩৮। প্রভুকে যেরূপ আগ্রহসহ রাজা পূজা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, প্রভুদত্ত বহির্ব্বাস খণ্ডকে প্রভুসদৃশ জ্ঞান করিয়া তাদৃশ পূজা করিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গের সহিত তৎ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। রামানন্দরায় রাজমন্ত্রিত্বে রাজকীয়-ব্যবহার ইত্যাদি সকল বিষয়ে বড়ই নিপুণ ছিলেন, সুতরাং রাজার যে মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতি আছে, তাহা বর্ণন করিয়া প্রভুর চিত্ত দ্রব করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

পরিধেয় বসন-ভূষণাদির নিত্য-অভেদ। সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীবলদেবেরই কলা 'শেষ'-রূপী বিষ্ণু শয্যা ও বসনাদি বিবিধ-রূপে স্বীয় আরাধ্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই সবই একই কৃষ্ণ-প্রতীতিতে শুদ্ধসেবকের সেব্য; বিশেষতঃ মহাপ্রভু—অদ্বয়জ্ঞান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্। এইরূপ সচ্চিদানন্দময় গুরু-বৈষ্ণবের ও তাঁহাদের ব্যবহার্য্য উপকরণকেও পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ জীবের নিত্য পরমার্চ্চনীয় বিগ্রহ বলিয়া জানিতে হইবে।

আপনাকে বিধিবাধ্য দেখাইয়া প্রভুর ছলনা-চেষ্টা ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ ৫০ ॥

বৈধসন্ন্যাসীর পক্ষে নিষ্কলঙ্ক আচরণ-কর্ত্তব্যতা ঃ—

শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায় ॥" ৫১ ॥

মহাপাপীর উদ্ধারহেতু ভগবদ্ভক্ত রাজারও প্রভুদর্শন-সৌভাগ্যলাভে অবশ্যই অধিকার ঃ—

রায় কহে,—"যত পাপী করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥" ৫২ ॥

প্রভুর তথাপি রাজ-দর্শনে অনিচ্ছা ঃ—

প্রভু কহে,—"পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ ॥ ৫৩ ॥

জড়ের 'বিষয়ী'-সংজ্ঞা—সর্ব্বগুণ-নাশক ঃ—

যদ্যপি প্রতাপরুদ্র—সর্ব্ব গুণবান্।
তাঁহারে মলিন কৈল এক 'রাজা' নাম ॥ ৫৪ ॥

অবশেষে রায়ের আগ্রহে প্রভুর রাজপুত্রসহ মিলিতে ইচ্ছা ঃ—

তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি' মিলাহ তুমি তাঁহার তনয় ॥ ৫৫ ॥

পিতা ও পুত্রে দৈহিক-ধাতুগত অভেদ ঃ—

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিবে আপনি ॥" ৫৬ ॥

রাজাকে রায়ের প্রভুর কৃপা-সংবাদ-জ্ঞাপন; রাজপুত্রকে প্রভু-সমীপে আনয়ন ঃ—

তবে রায় যাই' সব রাজারে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা ॥ ৫৭ ॥

শ্যামবর্ণ কিশোর রাজপুত্রকে প্রভুর 'কৃষ্ণ' বলিয়া উদ্দীপন ঃ—

সুন্দর, রাজার পুত্র—শ্যামল বরণ।
কিশোর বয়স, দীর্ঘ কমলনয়ন ॥ ৫৮ ॥
পীতাম্বর, ধরে অঙ্গে রত্ন-আভরণ।
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তেঁহ হৈলা 'উদ্দীপন' ॥ ৫৯ ॥
তাঁরে দেখি' মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈল।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি' কহিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

বৈষ্ণবদর্শনের চূড়ান্ত কথা ঃ—

"এই—মহাভাগবত, যাঁহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥ ৬১ ॥

রাজতনয়কে প্রভুর কৃষ্ণজ্ঞানে আলিঙ্গন ঃ—

কৃতার্থ হইলাঙ আমি ইঁহার দরশনে।"
এত বলি' কৈল তারে পুনঃ আলিঙ্গনে ॥ ৬২ ॥

আলিঙ্গনফলে রাজপুত্রের কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ঃ—

প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক বিশেষ ॥ ৬৩ ॥

তাঁহার প্রেমদর্শনে ভক্তগণের প্রশংসা ঃ—

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, নাচে, করয়ে রোদন।
তাঁর ভাগ্য দেখি' শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥ ৬৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রাজপুত্রকে আশ্বাসন ও নিত্য সঙ্গ-যাচ্ঞা ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল।
'নিত্য আসি আমায় মিলিহ'—এই আজ্ঞা দিল ॥৬৫॥

পুত্রের দর্শনালিঙ্গনে রাজার প্রভুস্পর্শানুভূতি ঃ—

বিদায় হঞা রায় আইল রাজপুত্রে লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া ॥ ৬৬ ॥
পুত্রে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ স্পর্শ যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥ ৬৭ ॥

অনুভাষ্য

৫০। আমি চতুর্থাশ্রমস্থ মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নহি ; সুতরাং কায়মনোবাক্যে লৌকিক-ব্যবহারের ব্যভিচার আশঙ্কা করি অর্থাৎ পরাপেক্ষা করিয়া থাকি।

৫৫। তনয়—পুরুষোত্তম জানা (?)।

৫৬। শ্রীভগবদুক্তি (ভাঃ ১০।৭৮।৩৬)—" আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্" ; ইহার শ্রীধর-স্বামিটীকা—"আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীবঃ শরদঃ শতম্" ইত্যাদি বেদানুশাসনম্।"*

৫৯-৬১। আত্মদর্শনে অনাত্ম দেহ ও মনোরূপ ভোগ্যানুশীলনপর বহির্দর্শনাভাববশতঃ প্রভুর রাজপুত্রকে 'বিষয়ীর পুত্র বিষয়ী', সুতরাং 'যোষিৎ' বা 'যোষিৎসঙ্গী' এবং আপনাকে একজন 'যোষিদ্ভোক্তা পুরুষ' বলিয়া ধারণা আদৌ নাই। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় বাস্তব-বস্তু-দর্শনে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়াবাদী জীবের নিসর্গসুলভ জড়ে চিদারোপ বা ভৌমে ইজ্যধীর ন্যায় কোনপ্রকার মনোধর্ম্মজাত কল্পনা বা আরোপের আদৌ অবকাশ নাই। স্বয়ং অদ্বয়জ্ঞান বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও প্রভুর আপনাকে 'আশ্রয়'-জাতীয় ভোগ্য বা দৃশ্য 'গোপী' বলিয়া প্রতীতি এবং রাজপুত্রকে সাক্ষাৎ 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া প্রতীতি হইল,—ইহাই শুদ্ধজীবাত্মার অদ্বয়জ্ঞান-দর্শন বা 'বৈষ্ণবদর্শন' (মধ্য, ৮ম পঃ ২৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ; "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (কঠ ও মুণ্ডকোপনিষৎ)। এই অভয়-দর্শনের অভাব-হেতুই জীবের অবিদ্যা-জনিত যত অনর্থের আবাহন বা

* *জীব স্বয়ংই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, এরূপ বেদের নির্দ্দেশ রহিয়াছে (ভাঃ ১০।৭৮।৩৬)।*

রাজপুত্রের গৌরভক্ত-মধ্যে গণন ঃ—

সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুভক্তগণ-মধ্যে হৈলা একজন ॥ ৬৮ ॥

ভক্তসহ প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ৬৯ ॥

অদ্বৈতাদির সগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

আচার্য্যাদি ভক্ত করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ ॥ ৭০ ॥

রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী ঃ—

এইমত নানা-রঙ্গে কত দিন গেল।
জগন্নাথের রথযাত্রা নিকট হইল ॥ ৭১ ॥

কাশীমিশ্র, পড়িছা ও ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রভুর
গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনানুমতি-যাচ্ঞা ঃ—

প্রথমেই কাশীমিশ্রে প্রভু বোলাইল।
পড়িছা-পাত্র, সার্ব্বভৌমে বোলাঞা আনিল ॥ ৭২ ॥
তিনজন-পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-সেবা মাগি' নিল ॥ ৭৩ ॥

পড়িছার দৈন্যোক্তি ঃ—

পড়িছা কহে,—"আমি-সব সেবক তোমার।
যে তোমার ইচ্ছা, সেই কর্ত্তব্য আমার ॥ ৭৪ ॥

রাজাজ্ঞায় প্রভু-সেবায় অধিকার ঃ—

বিশেষে রাজার আজ্ঞা হঞাছে আমারে।
প্রভুর আজ্ঞা যেই, সেই শীঘ্র করিবারে ॥ ৭৫ ॥

পড়িছার গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-তত্ত্বে অনভিজ্ঞতা ঃ—

তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এই এক লীলা কর, যে তোমার মন ॥ ৭৬ ॥

প্রচুর ঘট ও সম্মার্জ্জনী-সংগ্রহ ঃ—

কিন্তু ঘট, সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ—আজি সব ইঁহা আনি দিয়ে ॥" ৭৭ ॥
নূতন একশত ঘট, শত সম্মার্জ্জনী।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রভুর ইচ্ছা জানি' ॥ ৭৮ ॥

প্রভাতে ভক্তগণসহ প্রভুর গুণ্ডিচায় গমন ঃ—

আর দিনে প্রভাতে লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন ॥ ৭৯ ॥
শ্রীহস্তে দিল সবারে এক এক মার্জ্জনী।
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি ॥ ৮০ ॥

প্রথমেই স্বয়ং আচরণদ্বারা আদর্শ-প্রদর্শন ঃ—

গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন ॥ ৮১ ॥
ভিতর মন্দির উপর,—সকল মাজিল।
সিংহাসন মাজি' পুনঃ স্থাপন করিল ॥ ৮২ ॥
ছোট-বড়-মন্দির কৈল মার্জ্জন-শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন ॥ ৮৩ ॥

প্রভুর স্বয়ং শোধন ও শিক্ষাদান ঃ—

চারিদিকে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে।
আপনি শোধেন প্রভু, শিখা'ন সবারে ॥ ৮৪ ॥

ভক্তগণের প্রভুকে অনুসরণ ঃ—

প্রেমোল্লাসে শোধেন, লয়েন কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে নিজ-কাম ॥ ৮৫ ॥

অশ্রুজলে মন্দির-মার্জ্জন ঃ—

ধূলি-ধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন ॥ ৮৬ ॥

সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে শোধন-মার্জ্জন ঃ—

ভোগমন্দির শোধন করি' শোধিল প্রাঙ্গন।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥ ৮৭ ॥

ভক্তগণের তৃণ-ধূলি প্রভৃতি বহির্নিক্ষেপ ঃ—

তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুর, সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া ॥ ৮৮ ॥
এইমত ভক্তগণ করি' নিজ-বাসে।
তৃণ, ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম-হরিষে ॥ ৮৯ ॥

অনুভাষ্য

সংসৃতি ;—"সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া 'পুরুষ' অভিমানে মরি" (ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদকৃত 'কল্যাণকল্পতরু')।

৭৩। গুণ্ডিচা-মন্দির—শ্রীমন্দির হইতে পূর্ব্বোত্তরে একক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। রথযাত্রা-কালে তথায় শ্রীজগন্নাথদেব সপ্তাহের জন্য গমন করেন, পরে পুনরায় রথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-রাজপত্নী 'গুণ্ডিচা'-নামে পরিচিত ছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থে গুণ্ডিচা-মন্দিরের উল্লেখ আছে।

অনুভাষ্য

গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণটী—দৈর্ঘ্যে ২৮৮ হাত, প্রস্থে ২১৫ হাত ; মূল মন্দিরটী—দৈর্ঘ্যে ৩৬ হাত, প্রস্থে ৩০ হাত ; নাটমন্দিরটী—দৈর্ঘ্যে ৩২ হাত, প্রস্থে ৩০ হাত।

৮২। গুণ্ডিচার মূলমন্দিরের মধ্যে বার হাত দীর্ঘ ও দুই হাত উচ্চ একটী রত্নবেদী আছে,—ইহাই সিংহাসন।

৮৩। শ্রীজগমোহন—মূলমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী মন্দিরটী ৩২ হাত দীর্ঘ।

৮৭। ভোগমন্দিরটী—দৈর্ঘ্যে ৪০ হাত এবং প্রস্থে ১৭ হাত।

মলের পরিমাণানুসারে মার্জ্জন-তারতম্য ঃ—

প্রভু কহে,—"কে কত করিয়াছ সম্মার্জ্জন ।
তৃণ, ধূলি দেখিলেই জানিব পরিশ্রম ॥" ৯০ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুর মার্জ্জনফলেই গুণ্ডিচার নির্ম্মলতাধিক্য ঃ—

সবার ঝ্যাঁটান বোঝা করিল একত্র ।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥ ৯১ ॥

সেবকগণসঙ্গে সেব্যের সেবা-নির্ব্বাহ ঃ—

এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন ।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥ ৯২ ॥

মন্দিরকে মলহীন করিতে প্রভুর আজ্ঞা ঃ—

"সূক্ষ্ম ধূলি, তৃণ, কাঁকর, সব করহ দূর ।
ভালমতে শোধন করহ প্রভুর অন্তঃপুর ॥" ৯৩ ॥

দুইবার আবরণ পরিষ্করণ ঃ—

সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল ।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ৯৪ ॥

অপর সম্প্রদায়ের মন্দির-মার্জ্জনে সহায়তা ঃ—

আর শত-জন শত-ঘটে জল ভরি' ।
প্রথমেই লঞা আছে কাল অপেক্ষা করি' ॥ ৯৫ ॥
'জল আন' বলি' যবে মহাপ্রভু কহিল ।
তবে শত ঘট আনি' প্রভু-আগে দিল ॥ ৯৬ ॥

মন্দিরের সর্ব্বত্র প্রক্ষালন-শোধন ঃ—

প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন ।
ঊর্দ্ধ-অধো ভিত্তি, গৃহ-মধ্য, সিংহাসন ॥ ৯৭ ॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল ।
সেই জলে ঊর্দ্ধে সব ভিত্তি প্রক্ষালিল ॥ ৯৮ ॥

স্বহস্তে ভগবৎসিংহাসন-মার্জ্জন ঃ—

শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন ।
প্রভুর আগে জল আনি' দেয় ভক্তগণ ॥ ৯৯ ॥

ভক্তগণের বিচিত্র সেবা ঃ—

ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্য প্রক্ষালন ।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন ॥ ১০০ ॥
কেহ জল আনি' দেয় মহাপ্রভুর করে ।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ-উপরে ॥ ১০১ ॥
কেহ লুকাঞা করে সেই জলপান ।
কেহ মাগি' লয়, কেহ অন্যে করে দান ॥ ১০২ ॥

পয়ঃ প্রণালীতে জল-নিঃসারণ ঃ—

ঘর ধুই' প্রণালিকায় জল ছাড়ি' দিল ।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥ ১০৩ ॥

স্ববস্ত্রে গৃহ ও সিংহাসন-মার্জ্জন ঃ—

নিজ-বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন ।
মহাপ্রভু নিজ-বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাধার নির্ম্মল-মনের সহিত মার্জ্জিত ও ধৌত-মন্দিরের উপমা ঃ—

শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন ।
মন্দির শোধিয়া কৈল—যেন নিজ মন ॥ ১০৫ ॥
নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে ।
আপন-হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥ ১০৬ ॥

শত শত ভক্তের মন্দির-শোধন-চেষ্টা ঃ—

শত শত জন জল ভরে সরোবরে ।
ঘাটে স্থান নাহি, কেহ কূপে জল ভরে ॥ ১০৭ ॥
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন ॥ ১০৮ ॥

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী প্রভৃতির মন্দির-মার্জ্জন, অন্যভক্তের জলানয়ন ঃ—

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী ।
ইঁহা বিনা আর সব আনে জল ভরি' ॥ ১০৯ ॥

মন্দির-শোধন-মার্জ্জনে সকলেরই উৎসাহ ঃ—

ঘটে ঘটে ঠেকি' কত ঘট ভাঙ্গি' গেল ।
শত শত ঘট লোক তাঁহা লঞা আইল ॥ ১১০ ॥

মার্জ্জন-প্রক্ষালনকালে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ঃ—

জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি ।
'কৃষ্ণ' 'হরি' ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥ ১১১ ॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ ॥ ১১২ ॥
যেই যেই কহে, সেই কহে কৃষ্ণনামে ।
কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সব-কামে ॥ ১১৩ ॥

প্রভুর অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ ও একারই শতভক্তের তুল্য সেবা ঃ—

প্রেমাবেশে প্রভু কহে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'-নাম ।
একলে প্রেমাবেশে করে শতজনের কাম ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৩। প্রণালিকায়—নর্দ্দমায়।

অনুভাষ্য

১০৯। বৈষ্ণবগণ জলানয়ন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রভু-

অনুভাষ্য

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, দামোদর-স্বরূপ, ব্রহ্মানন্দ-ভারতী ও পরমানন্দ-পুরী—এই পাঁচজন মহাপ্রভুর সহিত জল গ্রহণ করিয়া মার্জ্জন-কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন।

স্বয়ংই আচার ও উপদেশকারী ঃ—

শত-হস্তে করেন যেন ক্ষালন-মার্জ্জন ।
প্রতিজন-পাশে যাই' করান শিক্ষণ ॥ ১১৫ ॥

সুষ্ঠুসেবকের সেবার প্রশংসা ঃ—

ভালকর্ম্ম দেখি' তারে করে প্রশংসন ।
মনে না মিলিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন ॥ ১১৬ ॥

সুষ্ঠু সেবককে আচার্য্যের কার্য্য করিতে আজ্ঞা ঃ—

"তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে ।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেই যেন করে ॥" ১১৭ ॥

প্রভুর উৎসাহে ভক্তগণ সোৎসাহে সেবারত ঃ—

এ-কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হঞা ।
ভাল-মতে কর্ম্ম করে সবে মন দিয়া ॥ ১১৮ ॥

মন্দিরের সর্ব্বত্র প্রক্ষালন ঃ—

তবে প্রক্ষালন কৈল শ্রীজগমোহন ।
ভোগমন্দির-আদি তবে কৈল প্রক্ষালন ॥ ১১৯ ॥
নাটশালা ধুই' ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গন ।
পাকশালা-আদি করি' করিল প্রক্ষালন ॥ ১২০ ॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ প্রক্ষালন কৈল ।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥ ১২১ ॥

এক গৌড়ীয়-ভক্তের প্রভুর চরণ ধুইয়া পাদোদক-পান ঃ—

হেনকালে গৌড়ীয় এক সুবুদ্ধি সরল ।
প্রভুর চরণ-যুগে দিল ঘট জল ॥ ১২২ ॥
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল ।
তাহা দেখি' মহাপ্রভুর মনে রোষ হৈ ॥ ১২৩ ॥

জগদ্গুরু আচার্য্যের লীলাপ্রদর্শক প্রভুর ক্রোধ ঃ—

যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ ।
ধর্ম্মসংস্থাপন লাগি' বাহিরে মহারোষ ॥ ১২৪ ॥

মাধ্ব-গৌড়ীয়েশ্বর দামোদরস্বরূপের নিকট প্রভুর অভিযোগ ঃ—

শিক্ষা লাগি' স্বরূপে ডাকি' কহিল তাঁহারে ।
"এই দেখ তোমার 'গৌড়ীয়া'র ব্যবহারে ॥ ১২৫ ॥

ভগবন্মন্দিরে পদধৌতি—জীবের সেবাপরাধ ঃ—

ঈশ্বর-মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল ।
সেই জল আপনি লঞা পান কৈল ॥ ১২৬ ॥

প্রভুর সেবাপরাধ (?) ভয়ে কাতরতা ঃ—

এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি !
তোমার 'গৌড়ীয়া' করে এতেক দুর্গতি !!" ১২৭ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক 'গৌড়ীয়া'কে গুণ্ডিচা হইতে বহিষ্করণ ঃ—

তবে স্বরূপগোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া ।
ঢেকা মারি' পুরীর বাহির রাখিলেন লঞা ॥ ১২৮ ॥

প্রভুপদে ক্ষমাভিক্ষা ঃ—

পুনঃ আসি' প্রভু পায় করিল বিনয় ।
"অজ্ঞে অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায় ॥" ১২৯ ॥

প্রভুর ক্ষমা ; সকলের দুইপার্শ্বে উপবেশন ঃ—

তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ।
সারি করি' দুই পাশে সবারে বসাইল ॥ ১৩০ ॥

মধ্যস্থলে প্রভুর তৃণাদি আহরণ ঃ—

আপনে বসিয়া মাঝে, আপনার হাতে ।
তৃণ, কাঁকর, কুটা লাগিলা কুড়াইতে ॥ ১৩১ ॥

স্বল্পাহরণকারী ব্যক্তিকে প্রসাদ-গ্রহণরূপ শাস্তি দান ঃ—

"কে কত কুড়ায়, সব একত্র করিব ।
যার অল্প, তার ঠাঞি পিঠা-পানা লইব ॥" ১৩২ ॥

গুণ্ডিচা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মলীকৃত ঃ—

এইমত সব পুরী করিল শোধন ।
শীতল, নির্ম্মল কৈল—যেন নিজ-মন ॥ ১৩৩ ॥

পয়ঃপ্রণালী-দ্বারে জল-নিঃসারণ ঃ—

প্রণালিকা ছাড়ি' যদি পানি বহাইল ।
নূতন-নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥ ১৩৪ ॥

গুণ্ডিচার বিভিন্ন পথ পরিষ্কৃত ঃ—

এইমত পুরদ্বার-আগে পথ যত ।
সকল শোধিল, তাহা কে বর্ণিবে কত ॥ ১৩৫ ॥

অনুভাষ্য

১২৫। তোমার—সকল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবই শ্রীদামোদর-স্বরূপের অধীন, তজ্জন্য প্রভু 'তোমার'-শব্দ ব্যবহার করিলেন।

১২৬-১২৭। জীবের নিত্যপ্রভু ভগবানের মন্দিরে পদধৌতি প্রভৃতি তাঁহার নিত্যদাস জীবের পক্ষেই মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-হেতু সেবাপরাধ (হঃ ভঃ বিঃ) ; কিন্তু প্রভু স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহার পক্ষে অপরাধাদির আরোপ নিতান্ত অসম্ভব ও বেদ-বিরুদ্ধ হইলেও তিনি বাহিরে জগদ্গুরু, লোকশিক্ষক ও আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন বলিয়া আপনাকে একজন বিভিন্নাংশ জীবমাত্র মনে করিয়া নির্ব্বোধ গুরুব্রুবগণকে সেবাপরাধ হইতে সতর্ক করিবার জন্য শিক্ষা দিলেন।

১২৮। ঢেকা—ধাক্কা ; পুরীর—গুণ্ডিচাপুরীর।

১৩৫। *গুণ্ডিচা-মার্জ্জনলীলা-রহস্য,*—জগদ্গুরু মহাপ্রভু এই লীলাটীর দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত ; হৃদয়টীকে নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়-

অনুভাষ্য

ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদি-রূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমসেব্য ভগবান্‌কে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জ্জনাগুলি—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-চেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলেন, —"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

যেখানে ভক্তীতর অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপস্যাদি বা ভক্তিপ্রতিকূল-ভাবদ্বারা আত্মার নিত্য স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই। শুদ্ধসত্ত্বময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না।

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ 'জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজ-ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব'—এইরূপ ইতর অভিলাষ,—উহা কণ্টকময় তৃণের মত শুদ্ধজীবের সুকোমলা হৃদদ্বৃত্তি কেবলা-ভক্তিকে বিদ্ধ করে। কর্ম্মচেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতিদ্বারা 'স্বর্গাদি উচ্চলোকে সুখ বা ইহলোকে সুখ ভোগ করিব' এইরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া ; উহা—ধূলিসদৃশ। কর্ম্মাবর্ত্তের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অসৎ কর্ম্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ-জীবের হৃদয়কে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, তাই তাহার কর্ম্মবাসনা দূর হইতেছে না। হরিবিমুখ জীব মনে করেন, কর্ম্মের দ্বারা বোধ হয় কর্ম্ম-শল্যের নির্হরণ * হইতে পারে ; কিন্তু ঐ ধারণা—ভুল ; তদ্বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কেবল আত্মবঞ্চিত হইতে থাকেন মাত্র। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন হস্তী আবার গায়ে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবলাভক্তিদ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়। তখন তাঁহার সেই নির্ম্মল-হৃদয়সিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রাম-যোগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য ভক্তকবি গাহিয়াছেন,—"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।"

নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা—ঠিক কঙ্করের মত। তদ্দ্বারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবা ত' দূরের কথা—শ্রীহরির দেহে শেল বিদ্ধ করিবারই প্রয়াস করা হয়। যদিও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রথমে মুমুক্ষু-অবস্থায় শ্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু মুক্ত বা ব্রহ্ম-অভিমানকালে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না ; সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ দুর্ভাগ্য বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না ; সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সকল তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুরাদি আবর্জ্জনা-

অনুভাষ্য

রাশি ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরও রাখিলেন না ; পরন্তু নিজ-বহির্ব্বাসদ্বারা তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে বাত্যার (বায়ুর) সহায়তায় ঐ সকল জঞ্জাল পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেকসময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়। উহাকে 'কুটিনাটি', 'প্রতিষ্ঠাশা', 'জীবহিংসা', 'নিষিদ্ধাচার', 'লাভ', 'পূজা'' প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কুটিনাটি-শব্দে—কপটতা, প্রতিষ্ঠাশা-শব্দে—নির্জ্জনভজনাদি বা বুজ্‌রুগীদ্বারা 'নির্ব্বোধ লোক আমাকে একজন বড় সাধু বা মহান্ত বলুক'—এইরূপ জড়ীয়-সম্মানাদির আশা, অথবা বিষয়-ভোগ-ক্রমে স্বার্থপূরণোদ্দেশে কাঠিন্যপ্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস-প্রদর্শনদ্বারা 'ভক্ত' বা 'অবতার' সাজিবার আশা ; জীবহিংসা-শব্দে—শুদ্ধভক্তি-প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহাদের 'মন' রাখিয়া কথা বলা ; 'লাভ-পূজা'-শব্দে—ধর্ম্মের নামে হরিনাম-মন্ত্র-বিগ্রহ-ভাগবতজীবী হইয়া নির্ব্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মানপ্রাপ্তি ; 'নিষিদ্ধাচার'-শব্দে—স্ত্রীসঙ্গ এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

এইরূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁকর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জ্জন ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর, যদি কোথাও আবার কোনও সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য তিনি নিজের পরিধেয় শুষ্কবস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎপীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এত করিয়া প্রক্ষালন-মার্জ্জন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ, এমন কি একটী সূক্ষ্ম দাগও নাই। শ্রীমন্দিরটী স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতলও হইল। অর্থাৎ সাধকের হৃদয়টী 'রবিতপ্ত-মরুভূমিসম'-তাপ-হীন অর্থাৎ বিষয়ভোগ-বাসনা-জনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ানল-জ্বালা-রহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি চেষ্টারূপা ভুক্তি-মুক্তি-কামনা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শান্ত ও সুশীতল হয়।

অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাত কোণে এক একটী সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা নির্ব্বোধ জীব বুঝিতে পারে না ; উহাই 'মুক্তি-কামনা'। নির্ব্বিশেষবাদীর সাযুজ্যমুক্তি-কামনা ত' দূরের কথা—

* *কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মশল্যের নির্হরণ, অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মরূপ কণ্টকের উত্তোলন।*

নৃসিংহ-মন্দির-শোধনান্তে সকলের বিশ্রাম ঃ—

নৃসিংহমন্দির-ভিতর-বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি' নৃত্য আরম্ভিল ॥ ১৩৬ ॥

চতুর্দ্দিকে মহাসঙ্কীর্ত্তন ও মধ্যে প্রভুর নৃত্য ঃ—

চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করেন প্রভু মত্তসিংহ-সম ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার ও অশ্রুবর্ষণ ঃ—

স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ, পুলক, হুঙ্কার।
নিজ-অঙ্গ ধুই' আগে চলে অশ্রুধার ॥ ১৩৮ ॥
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণ ॥ ১৩৯ ॥
মহা-উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥ ১৪০ ॥

উচ্চৈঃস্বরে স্বরূপের কীর্ত্তনে প্রভুর আনন্দ-নর্ত্তন ঃ—

স্বরূপের উচ্চ-গান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায় ॥ ১৪১ ॥

নৃত্যান্তে বিশ্রাম ঃ—

এইমত কতক্ষণ নৃত্য যে করিয়া।
বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় জানিয়া ॥ ১৪২ ॥

অদ্বৈতপুত্র গোপালকে নর্ত্তনে আদেশ ঃ—

আচার্য্য-গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল-নাম।
নৃত্য করিতে তাঁরে আজ্ঞা দিল গৌরধাম ॥ ১৪৩ ॥

নৃত্যফলে গোপালের মূর্চ্ছা ঃ—

প্রেমাবেশে নৃত্য করি' হইলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তেঁহ পড়িলা ভূমিতে ॥ ১৪৪ ॥

আচার্য্যের ব্যস্ততা ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে আচার্য্য তাঁরে কৈল কোলে।
শ্বাস-রহিত দেখি' আচার্য্য হৈলা বিকলে ॥ ১৪৫ ॥

অদ্বৈতের নৃসিংহমন্ত্র-দ্বারা পুত্রের চৈতন্য-সম্পাদন-চেষ্টা ঃ—

নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি' মারে জল ছাঁটি।
হুঙ্কারের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি' ॥ ১৪৬ ॥

গোপালের তথাপি চেতনাভাব, আচার্য্যাদি ভক্তগণের দুঃখ ঃ—

অনেক করিল, তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীচৈতন্যের কৃপায় চৈতন্য-লাভ ও ভক্তগণের হর্ষ ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁর বুকে হস্ত দিল।
'উঠহ গোপাল' বলি' উচ্চৈঃস্বরে কহিল ॥ ১৪৮ ॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
'হরি' বলি' নৃত্য করে সর্ব্বভক্তগণ ॥ ১৪৯ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনদাস-কর্ত্তৃক এই লীলা বর্ণিত ঃ—

এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপে করি' করিলুঁ বর্ণন ॥ ১৫০ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর স্নান ঃ—

তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
স্নান করিবারে গেলা ভক্তগণ লঞা ॥ ১৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৬। নৃসিংহ-মন্দির—গুণ্ডিচাবাড়ীর সন্নিকটে একটী সুন্দর ও পুরাতন নৃসিংহমন্দির আছে। তথায় নৃসিংহচতুর্দ্দশীর দিবস বৃহৎ মহোৎসব হয়। শ্রীমুরারিগুপ্ত-রচিত শ্রীচৈতন্যচরিত-গ্রন্থে, শ্রীনবদ্বীপ-ধামে নৃসিংহ-মন্দির-সংস্করণ-লীলা বর্ণিত আছে।

অনুভাষ্য

অপর চতুর্ব্বিধ-মুক্তিকামনারূপ সূক্ষ্মদাগকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বস্ত্রদ্বারা ঘষিয়া উঠাইলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর—কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিণত করিয়া স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থল করিবার জন্য, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার জন্য, মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্বহৃদয় মার্জ্জন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্থে আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্‌গুরুরূপে স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন—"যদ্যপ্যনা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব।" মহাপ্রভু প্রতি ভক্তের নিকটে গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জ্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহার কার্য্য ভাল হইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা এবং যাঁহার সেবা কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীরাধার ভাব-সুবলিত প্রভুর নিজ-মনোমত হইতেছে না, তাঁহাকেও পবিত্র ভর্ৎসনপূর্ব্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণসেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শুধু তাহাই নহে—চৈতন্যশিক্ষানুগত লব্ধ-ভজন-কৌশল, অদ্বয়জ্ঞানে ভক্তিযোগযুক্ত শুদ্ধহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ-জীবগণের 'আচার্য্যে'র কার্য্য করিবার জন্যও আদেশপূর্ব্বক উৎসাহান্বিত করিলেন। (১১৭ সংখ্যা)। আবার, যিনি যত বেশী-পরিমাণ অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে আহরণপূর্ব্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি সামান্যই ঘটিয়াছে, তাঁহার পক্ষে শাস্তিস্বরূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাই বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

১৪৩। শ্রীগোপাল—আদি, ১২ পঃ ১৯-২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০। গোপালের এই বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় না।

স্নানান্তে নৃসিংহপ্রণামপূর্ব্বক উদ্যানে গিয়া উপবেশন ঃ—

তীরে উঠি' পরেন প্রভু শুষ্ক বসন।
নৃসিংহদেবে নমস্করি' গেলা উপবন ॥ ১৫২ ॥

বাণীনাথের প্রসাদ-আনয়ন ঃ—

উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা।
তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লঞা ॥ ১৫৩ ॥

কাশীমিশ্র ও তুলসী-পড়িছার ৫০০ মূর্ত্তির
পরিমিত প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

কাশীমিশ্র, তুলসী-পড়িছা—দুই জন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভোজন ॥ ১৫৪ ॥
তত অন্ন-পিঠা-পানা, সব পাঠাইল।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ১৫৫ ॥

সগণপ্রভুর প্রসাদ-সম্মানার্থ উপবেশন ঃ—

পুরী-গোসাঞি, মহাপ্রভু, ভারতী ব্রহ্মানন্দ
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ ১৫৬ ॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস, গদাধর।
শঙ্কর, নন্দনাচার্য্য, আর রাঘব, বক্রেশ্বর ॥ ১৫৭ ॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডার উপরে প্রভু বৈসে লঞা ভক্তগণ ॥ ১৫৮ ॥
তার তলে, তার তলে করি' অনুক্রম।
উদ্যান ভরি' বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥ ১৫৯ ॥

হরিদাসকে প্রভুর আহ্বান ঃ—

'হরিদাস' বলি' প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি' হরিদাস করে নিবেদন ॥ ১৬০ ॥

হরিদাসের স্বাভাবিক দৈন্য ও শুদ্ধভক্তে মর্য্যাদা-বুদ্ধি ঃ—

"ভক্ত-সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ॥ ১৬১ ॥

সর্ব্বশেষে প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা ; প্রভুর সম্মতি ঃ—

পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।"
মন জানি' প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে ॥ ১৬২ ॥

স্বরূপাদি সাতজনের পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি, জগদানন্দ, দামোদর।
কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর ॥ ১৬৩ ॥

প্রসাদ-সেবনকালে হরিধ্বনি ঃ—

পরিবেশন করে তাঁহা এই সাতজন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥ ১৬৪ ॥

দ্বাপরে কৃষ্ণের পুলিন-ভোজন-লীলার উদ্দীপন ঃ—

পুলিন-ভোজন কৃষ্ণ পূর্ব্বে যৈছে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥ ১৬৫ ॥

প্রভুর ধৈর্য্য ও ভাব-সম্বরণ ঃ—

যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা অস্থির।
সময় বুঝিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১৬৬ ॥

প্রভুর বৈরাগ্যলীলা ঃ—

প্রভু কহে,—"মোরে দেহ' লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনে।
পিঠা-পানা, অমৃত-গুটিকা দেহ' ভক্তগণে ॥" ১৬৭ ॥

স্বরূপদ্বারে প্রতিভক্তকে মনোমত প্রসাদ-দান ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন, যাঁরে যেই ভায়।
তাঁরে তাঁরে সেই দেওয়ায় স্বরূপ-দ্বারায় ॥ ১৬৮ ॥

জগদানন্দের প্রভুপ্রীতির নিদর্শন ঃ—

জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল-দ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥ ১৬৯ ॥

প্রভু না চাহিলেও প্রভুকে উত্তম ভোগ
দিয়া সন্তোষ ঃ—

যদ্যপি দিলে প্রভু তাঁরে করেন রোষ।
বলে-ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ ॥ ১৭০ ॥

জগদানন্দের মানের ভয়ে প্রভুর কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎ গ্রহণ ঃ—

পুনরপি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তাঁর ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥ ১৭১ ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তাঁর আগে কিছু খা'ন—মনে ঐ ত্রাস ॥ ১৭২ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুকে মিষ্টপ্রসাদ-পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি ভাল মিষ্টপ্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাঞা ॥ ১৭৩ ॥
"এই মহাপ্রসাদ অল্প করহ আস্বাদন।
দেখ, জগন্নাথ কৈছে কর্যাছেন ভোজন ॥" ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১-১৫২। ইন্দ্রদ্যুম্ন-পুষ্করিণী—গুণ্ডিচাবাড়ীর নিকট ; সেই পুষ্করিণীতে প্রভু স্নান করিয়া নৃসিংহদেবকে নমস্কার করত উপবনে গেলেন।

১৬৭। লাফ্‌রা-ব্যঞ্জন—সামান্য চচ্চড়ীর ন্যায় একপ্রকার ব্যঞ্জনবিশেষ ; মাখা অন্নের সহিত তাহা মিলাইয়া দুঃখি-লোককে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পরিবেশন করে ; অমৃতগুটিকা—ক্ষীরে ফেলা মোটা 'পুরী', যাহাকে সচরাচর 'অমৃতরসাবলী' বলে।

অনুভাষ্য

১৫৮। পিণ্ডা (উৎকল-ভাষা)—কাষ্ঠাসন, বঙ্গভাষায় 'পিঁড়ি'।

১৬৪। হরিধ্বনি—মধ্য ১১শ পঃ ২০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৭। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৪৩-৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুকর্ত্তৃক স্বরূপের বাঞ্ছাপূরণ ঃ—

এত বলি' আগে কিছু করে সমর্পণ ।
তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন ॥ ১৭৫ ॥

স্বরূপ ও জগদানন্দের বিচিত্র-প্রেমবশ প্রভু ঃ—

এইমত দুইজন করে বারবার ।
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ-ব্যবহার ॥ ১৭৬ ॥

উভয়ের প্রভুপ্রীতি-দর্শনে সার্ব্বভৌমের হাস্য ঃ—

সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন বাম-পাশে ।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি' সার্ব্বভৌম হাসে ॥ ১৭৭ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রভুর স্নেহ ঃ—

সার্ব্বভৌমে দেয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম ।
স্নেহ করি' বারবার করান ভোজন ॥ ১৭৮ ॥

প্রভু-আজ্ঞায় গোপীনাথের ভট্টকে উত্তমপ্রসাদ-দান ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি' ।
সার্ব্বভৌমে দেন প্রসাদ প্রভু-আজ্ঞা মানি' ॥ ১৭৯ ॥

সার্ব্বভৌমের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান আচরণের তুলনা ঃ—

"কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড়-ব্যবহার ।
কাঁহা এই পরমানন্দ,—করহ বিচার ॥" ১৮০ ॥

ভট্টাচার্য্যের দৈন্য ও গোপীনাথকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"আমি তার্কিক কুবুদ্ধি ।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি ॥ ১৮১ ॥

প্রভুর অহৈতুকী কৃপা-মহিমা বর্ণন ঃ—

মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময় ।
কাকেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয় ॥ ১৮২ ॥

স্বীয় পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচনা ঃ—

তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি ।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥ ১৮৩ ॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গে ।
কাঁহা এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥" ১৮৪ ॥

সার্ব্বভৌমকে মানদ প্রভুর প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"পূর্ব্বে সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি ।
তোমা-সঙ্গে আমা-সবার হৈল কৃষ্ণে মতি ॥" ১৮৫ ॥

ভক্তগুণ-কীর্ত্তনে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য—অদ্বিতীয় ঃ—

ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে ।
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে ॥ ১৮৬ ॥

সকল ভক্তকে প্রসাদ দান ঃ—

তবে প্রভু প্রত্যেকে, সব ভক্তের নাম লঞা ।
পিঠা-পানা দেওয়াইল প্রসাদ করিয়া ॥ ১৮৭ ॥

নিতাই ও অদ্বৈত, পরস্পরের কৌতুক-কলহ ঃ—

অদ্বৈত-নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি ।
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই ॥ ১৮৮ ॥

অদ্বৈতকর্ত্তৃক সূত্রপাত ঃ—

অদ্বৈত কহে,—"অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তি ।
ভোজন করিলুঁ, না জানি হবে কোন্ গতি ॥ ১৮৯ ॥

সন্ন্যাসীর অন্নস্পর্শদোষ নাই ঃ—

প্রভু ত' সন্ন্যাসী, উঁহার নাহি অপচয় ।
অন্ন-দোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥ ১৯০ ॥
"নান্নদোষেণ মস্করী"—এই শাস্ত্র-প্রমাণ ।
আমি ত' গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ, আমার দোষ-স্থান ॥ ১৯১ ॥

অনুভাষ্য

১৮০। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে স্মার্ত্তবিচারপর থাকিয়া প্রাকৃত জড়বিশ্বাস পোষণ করিয়া প্রসাদে, গোবিন্দ-নামে ও বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন না। এক্ষণে মহাপ্রভুর কৃপায় অপ্রাকৃত-দর্শনে বিশ্বাস লাভ করিয়া প্রসাদাদিগ্রহণে পরমানন্দ লাভ করিলেন,—ইহাই আলোচ্য বিষয়।

১৮৪। বহির্ম্মুখ—যাহারা বহিঃ-রূপ-রসাদিতে আপনাদিগকে ভোক্তৃরূপে অভিমান করিয়া নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত এবং কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ, তাহারাই বহির্ম্মুখ। (ভাঃ ৭।৫।৩১)—"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্। অদান্ত-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯১। 'নান্নদোষেণ মস্করী'— অর্থাৎ সন্ন্যাসীর অন্নদোষ লাগে না।

অনুভাষ্য

গোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্।। ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।"* জড়বিষয়-ভোগপর অভিজ্ঞান হইতে কৃষ্ণসেবার স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। অপ্রাকৃত-রাজ্যের বহির্দ্দেশে এই দেবীধাম অবস্থিত, এ রাজ্যের সকল

** শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—হে পিতঃ! যাহাদের কখনও নিজ হইতে অথবা গুরু হইতে কৃষ্ণে মতি হয় না, সেই গৃহব্রতগণ পরস্পর আসক্তিতে আবদ্ধ হয়। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং পুনঃ পুনঃ এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা বাহ্য জড়বিষয়গুলিকেই বহুমানন করে, সেইসকল দুরাশয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বস্বার্থের একমাত্র গতিই যে শ্রীবিষ্ণু, সেই তাঁহাকে জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধদ্বারা চালিত হয়, সেরূপ তাহারাও (অন্ধ-পরম্পরায়) বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে কাম্যকর্ম্মের দামসমূহে আবদ্ধ।*

'আপনাকে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ' বলিয়া অদ্বৈতের লৌকিক স্মার্ত্তসমাজের আনুগত্য-ছলনা ঃ—

জন্মকুলশীলাচার না জানি যাহার ৷
তার সঙ্গে এক পংক্তি—বড় অনাচার ॥" ১৯২ ॥

নিত্যানন্দের কেবলাদ্বৈতবাদ-গর্হণ ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য ৷
'অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে' বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য্য ॥ ১৯৩ ॥

নিত্যানন্দকর্তৃক অদ্বৈতের নিন্দাচ্ছলে অদ্বয়জ্ঞান-মহিমা-বর্ণন ঃ—

তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে ৷
'এক' বস্তু বিনা সেই 'দ্বিতীয়' নাহি মানে ॥ ১৯৪ ॥

অদ্বয়জ্ঞান-বিরোধী জড়-দ্বৈতজ্ঞানী বা মায়াবাদীর সঙ্গের নিষিদ্ধতা-বিষয়ে ইঙ্গিত ঃ—

হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন ৷
না জানি, তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥" ১৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৩-১৯৫। নিত্যানন্দ কহিলেন,—তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য ; তোমার সিদ্ধান্তসকল যেন অদ্বৈতবাদ, যাহাতে শুদ্ধভক্তিকার্য্যের বাধা হয় ; তোমার সিদ্ধান্তে যিনি আসক্ত হয়েন, তিনি একবস্তু (চিদ্বিলাস) ব্রহ্ম বই আর কিছুই দেখিতে পান না ; এবম্বিধ তোমার সঙ্গ দ্বৈতবাদীর ত্যাজ্য হইলেও তোমার সহিত একত্র ভোজন ঘটিতেছে,—ইহাতে আমার মন লয় না।

অনুভাষ্য

বস্তুসমূহই প্রাকৃত। স্বরূপ-বিভ্রান্তিক্রমে তাহাই বদ্ধজীবের সেব্য-বস্তুরূপে প্রতীত হয়।

১৮৬। ভাঃ ৩।১৬ অঃ এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

১৮৮-১৯৬। দুইজনে ক্রীড়া-কলহ—মধ্য, ৩য় পঃ ৯৩-১০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৪। অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত—সেব্যসেবক-লীলা যে নিত্য-সত্য, ইহা অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তানুমোদিত নহে। তাহারা কৃষ্ণ-সেবারূপ অপ্রাকৃত ভক্তিকার্য্যকে মানবের কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি-জনিত সুখদুঃখ-ভোগ বা কর্ম্মফলান্তর্গত অন্যতম প্রাকৃত বিষয়-ভোগ-চেষ্টা বলিয়া জ্ঞান করে ; সুতরাং তাদৃশ সিদ্ধান্ত—ভগবদ-ভিন্ন-নামরূপগুণলীলা-বৈচিত্র্যসেবাময় নির্ম্মল ভক্তিকার্য্যের প্রতিবন্ধক।

আদি ১ম পঃ ৭ম শ্লোক এস্থলে বিশেষভাবে আলোচ্য ; অসুরগণের মোহনের নিমিত্ত শ্রীমদদ্বৈত-প্রভুর নিন্দাচ্ছলে শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর উক্তিমধ্যে প্রাকৃত-লোকের বহির্দৃষ্টিতে মায়াবাদী কৈবলাদ্বৈত-বাদীর 'অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত' বা 'নির্ভেদ-ব্রহ্মসাযুজ্য'বাদের সহিত শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ অদ্বয়-জ্ঞানকে 'এক' বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর "শুদ্ধভক্তিশংসন"-হেতুই আচার্য্য-পদবী ; তাঁহার যে "অদ্বৈতসিদ্ধান্ত",—তাহা অদ্বয়জ্ঞানোপাসনা বা শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছু নহে ; অতএব গৌরকৃষ্ণ-ভক্তি-মহিমা-কীর্ত্তন-কারী বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে নিন্দাচ্ছলে 'ব্যাজ-স্তুতি' করিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, শুদ্ধবৈষ্ণব অথবা শুদ্ধভক্তিপন্থিগণ (ভাঃ ১।২।১১)—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।"* অথবা (ছাঃ উঃ ৬।২।১)—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া তত্ত্ববস্তুর অসমোর্দ্ধত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহাকে কেবল নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র 'ব্রহ্ম' বা সচ্চিদাত্মক 'ভূমা', 'বিরাট্'-শব্দে অভিহিত না করিয়া সেই একমাত্র তত্ত্ববস্তুকে 'চিদ্বিলাসী রসময় ভগবান্'-শব্দেই উদ্দেশ করেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, শক্তিমদ্‌বিগ্রহ এক 'অদ্বয়জ্ঞান' হইলেও তাঁহার একই শক্তির প্রভাবগত বহু বিভেদ বা বৈচিত্র্য আছে। তাঁহাতে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ বা জ্ঞেয়-জ্ঞান-জ্ঞাতা,—এই অবস্থাত্রয় নিত্য-বর্ত্তমান এবং তাঁহার স্বরূপবিগ্রহাভিন্ন নিত্য, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ; সুতরাং ভক্তিমার্গীয় বৈষ্ণবগণ কখনই অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী নহেন। বলা বাহুল্য, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পৃথক্ অধিষ্ঠান না থাকিলে পরস্পর জ্ঞান, বিলাস বা রসবৈচিত্র্য থাকে না ; সুতরাং কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত—প্রচ্ছন্ন অবৈদিক নাস্তিক্যবাদ-মাত্র। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ইহাকেই গর্হণ করিয়াছেন। পরমার্থভূত বাস্তববস্তু 'এক' শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর বস্তুতে যে 'দ্বিতীয়' প্রতীতি—উহাই মায়া। মায়া দ্বিবিধা—'জীব-মায়া' ও 'গুণ-মায়া' ; গুণমায়াও 'প্রকৃতি' ও 'প্রধান'-ভেদে দুইপ্রকার। যেস্থলে কৃষ্ণ-প্রতীতি, তথায় 'দ্বিতীয়ে'র (মায়ার) প্রতীতি নাই,—(ভাঃ ২।৯।৩৩ এবং ১১।৩।৪৫ শ্লোকের গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য) ; তখন মহাভাগবতের অবস্থা—শুদ্ধভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় 'এক' কৃষ্ণপ্রতীতি-বিশিষ্ট—"কৃষ্ণগ্রহ-গৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্"✤ (ভাঃ ৭।৪।৩৭), সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত মৃত্যু বা ভয় অর্থাৎ সংসৃতি (বৃঃ আঃ ১।৪।২) থাকে না। শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু আচার্য্যরূপে এই 'অদ্বয়জ্ঞান-দর্শন'মূলে "শুদ্ধভক্তিরই শংসন" করিয়াছেন—

* *'তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেই বাস্তব-তত্ত্ববস্তুকে 'অদ্বয়জ্ঞান' বলিয়া থাকেন, যাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় আখ্যাত হন।' 'এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক, অদ্বিতীয় সদ্বস্তুমাত্র ছিলেন।*

✤ *প্রহ্লাদের মন কৃষ্ণগ্রহগ্রস্ত হওয়ায় জগৎ যে এইপ্রকার কৃষ্ণেতর প্রতীতিময়, তাহা তিনি জানিতেন না।*

নিন্দাচ্ছলে প্রভুদ্বয়ের পরস্পরের স্তুতি ঃ—

এইমত দুইজনে করে বলাবলি ।
ব্যাজ-স্তুতি করে দুঁহে, যেন গালাগালি ॥ ১৯৬ ॥

প্রভুর সকল ভক্তকে মহাপ্রসাদ-দান ঃ—

তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের নাম লঞা ।
মহাপ্রসাদ দেন মহা-অমৃত সিঞ্চিয়া ॥ ১৯৭ ॥

প্রসাদ-সম্মানান্তে হরিধ্বনি দিয়া উত্থান ও আচমন ঃ—

ভোজন করি' উঠে সবে হরিধ্বনি করি' ।
হরিধ্বনি উঠিল সব স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি' ॥ ১৯৮ ॥

ভক্তগণকে স্বহস্তে মাল্য-চন্দন-দান ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব নিজ-ভক্তগণে ।
সবাকারে শ্রীহস্তে দিলা মাল্য-চন্দনে ॥ ১৯৯ ॥

স্বরূপাদি সপ্ত পরিবেশকের সর্ব্বশেষে প্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাতজন ।
গৃহের ভিতরে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥ ২০০ ॥

গোবিন্দের সাহায্যে হরিদাসের প্রভু-ভুক্তশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া ।
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লঞা ॥ ২০১ ॥

গোবিন্দের সর্ব্বশেষ প্রভূচ্ছিষ্ট প্রাপ্তি ঃ—

ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি' নিল ।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাইল ॥ ২০২ ॥

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলারই নামান্তর 'ধোয়াপাখলা'-লীলা ঃ—

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা ।
'ধোয়াপাখলা' নাম কৈল এই এক লীলা ॥ ২০৩ ॥

অনবসরান্তে নেত্রোৎসব বা অঙ্গরাগোৎসব ঃ—

আর দিনে জগন্নাথের 'নেত্রোৎসব'-নাম ।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ সমান ॥ ২০৪ ॥

১৫ দিন পরে পাইয়া প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন ঃ—

পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভুর অদর্শনে ।
দর্শন করিয়া লোক সুখ পাইল মনে ॥ ২০৫ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর জগন্নাথদর্শনে যাত্রা ঃ—

মহাপ্রভু সুখে লঞা সব ভক্তগণ ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন ॥ ২০৬ ॥

প্রভুর অগ্রে বলবান্ কাশীশ্বর ও পশ্চাৎ গোবিন্দের গমন ঃ—

আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া ।
পাছে গোবিন্দ যায় জল-করঙ্গ লঞা ॥ ২০৭ ॥

প্রভুর অগ্রবর্ত্তী পুরী-ভারতীর পার্শ্বে স্বরূপ-অদ্বৈত ঃ—

প্রভুর আগে পুরী, ভারতী,—দুঁহার গমন ।
স্বরূপ, অদ্বৈত,—দুঁহের পার্শ্বে দুইজন ॥ ২০৮ ॥

পশ্চাতে অন্যান্য ভক্ত ঃ—

পাছে পাছে চলি' যায় আর ভক্তগণ ।
উৎকণ্ঠাতে গেলা সব জগন্নাথ-ভবন ॥ ২০৯ ॥

কমলনয়ন-দর্শনার্থ ভক্তগণের অনুরাগবশতঃ মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ঃ—

দর্শন-লোভেতে করি' মর্য্যাদা লঙ্ঘন ।
ভোগ-মণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন ॥ ২১০ ॥

রাধাভাবে ভাবিত প্রভুর নিষ্পলকনেত্রে কৃষ্ণমুখ-সন্দর্শন ঃ—

তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র—ভ্রমর-যুগল ।
গাঢ় তৃষ্ণায় পিয়ে কৃষ্ণের বদন-কমল ॥ ২১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৬। ব্যাজ-স্তুতি—ছলস্তুতি অর্থাৎ বাহিরে নিন্দা-বাক্য, ভিতরে মাহাত্ম্যসূচক।

১৯৭। মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে মহাপ্রসাদ দেওয়াইলেন ; তাহাতে প্রভুর কৃপারূপ অমৃত সিঞ্চিত হওয়ায় ততোধিক উপাদেয় হইল।

২০৩। 'ধোয়াপাখলা'—এই গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলাকে উৎকল-ভাষায় 'ধোয়াপাখলা' বলে।

অনুভাষ্য

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দ্বিতীয়াভিনিবেশকারী ভোগরত জড়-দ্বৈতবাদীকে তিরস্কার করিয়া শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর এই অদ্বয়জ্ঞান-দর্শনকেই প্রশংসা করিলেন।

১৯৫। শ্রীরূপপ্রভু 'উপদেশামৃতে',—"দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্।।" এজন্য ভোজনাদি সঙ্গবিষয়ক বিচার—শুদ্ধভক্তের অবশ্য পালনীয় ; প্রকারান্তরে প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী বা দ্বিতীয়াভিনিবেশরত প্রাকৃত-সহজিয়ার সহিত শুদ্ধভক্তের কখনই একত্র ভোজন যে বিধেয় নয়,—ইহাও নিত্যানন্দপ্রভু ইঙ্গিতদ্বারা জানাইলেন।

২০৫। পূর্ণিমার স্নান-যাত্রার পর শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তি একপক্ষকাল দর্শকের নেত্রানন্দের বিষয় হন না। যে-দিন দর্শনার্থী ব্যক্তি পক্ষকাল অনবসরের পর শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া স্বীয় চক্ষুর সফলতা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৪। 'নেত্রোৎসব'—স্নানের সময় জগন্নাথের বর্ণ ধৌত হওয়ায় 'অনবসর'-কালে শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের 'অঙ্গরাগ' হয়। 'নবযৌবন'-দিবসেই প্রাতঃকালে নেত্রোৎসব অর্থাৎ চক্ষুর অঙ্গরাগ হয়।

২০৫। পক্ষ-দিন—পনর দিবস।

২১০। মর্য্যাদা-লঙ্ঘন—শাস্ত্রের যে বিধি-অনুসারে দেব দর্শন করিতে হয়, সেই বিধির নাম 'মর্য্যাদা'। দর্শনলোভে অনেকেই সেই মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক নবযৌবন-দর্শনে গেলেন।

শ্রীবিগ্রহের অসমোর্দ্ধ এবং নিত্য নব-নবায়মান
ও বর্দ্ধনশীল মাধুর্য্য ঃ—

প্রফুল্ল-কমল জিনি' নয়ন-যুগল ।
নীলমণি-দর্পণ-কান্তি গণ্ড ঝলমল ॥ ২১২ ॥
বান্ধুলীর ফুল জিনি' অধর সুরঙ্গ ।
ঈষৎ হসিত কান্তি—অমৃত-তরঙ্গ ॥ ২১৩ ॥
শ্রীমুখ-সুন্দরকান্তি বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে ।
কোটিভক্ত-নেত্র-ভৃঙ্গ করে মধুপানে ॥ ২১৪ ॥
যত পিয়ে, তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর ।
মুখাম্বুজ ছাড়ি' নেত্র না যায় অন্তর ॥ ২১৫ ॥

দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শ্রীমুখদর্শন-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দরশন ॥ ২১৬ ॥

প্রভুর ভাবাবেশ হইলেও সম্বরণপূর্ব্বক দর্শন-সেবা-সুখ ঃ—

স্বেদ, কম্প, অশ্রু-জল বহে সর্ব্বক্ষণ ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ ॥ ২১৭ ॥

ভোগকালে প্রভুর দর্শন-কীর্ত্তন ঃ—

মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে দরশন ।
ভোগের সময়ে প্রভু করেন কীর্ত্তন ॥ ২১৮ ॥

কৃষ্ণদর্শন-সেবাসুখে প্রভুর আত্মবিস্মৃতি ;
শেষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা ।
ভক্তগণ মধ্যাহ্নেতে প্রভুরে লঞা গেলা ॥ ২১৯ ॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিয়া ।
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া ॥ ২২০ ॥

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা-শ্রবণে অশুচিরও চিত্ত-শুদ্ধিলাভ ঃ—

গুণ্ডিচা-গৃহ-মার্জ্জন সংক্ষেপে কহিল ।
যাহা দেখি' শুনি' পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল ॥ ২২১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচা-গৃহ-মার্জ্জনং নাম দ্বাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১২। নীলমণি অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত দর্পণের কান্তির ন্যায় শ্রীজগন্নাথদেবের গণ্ডস্থল ঝলমল করিতেছিল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

বিধান করেন। ঐ বিয়োগ-পক্ষের পর সেই প্রথম দর্শনকেই 'নেত্রোৎসব' বলে।

২০৭। করঙ্গ—চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীর জলপাত্র।

২১০-২১১। শ্রীমহাপ্রভু জগমোহনের প্রান্তভাগে সর্ব্বদা 'গরুড়-স্তম্ভে'র পশ্চাদ্দেশ হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। পক্ষকাল দর্শন না পাইয়া প্রবল বিপ্রলম্ভপুষ্ট চেষ্টাক্রমে জগমোহন অতিক্রম করিয়া ভোগমণ্ডপে গিয়া শ্রীমুখ দর্শন করিলেন। বরণীয়-বস্তুর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হওয়ায় মর্য্যাদার লঙ্ঘন বুঝিতে হইবে। পিপাসাক্লিষ্ট ভ্রমর যেরূপ পুষ্পমধুপানে সুদৃঢ়া চেষ্টা প্রদর্শন করে, তদ্রূপ প্রভুর নেত্রযুগলের সহিত ভ্রমরদ্বয়ের এবং জগন্নাথের শ্রীমুখের সহিত পদ্মপুষ্পের উপমা। গাঢ়তৃষ্ণাবশে কৃষ্ণমুখকমল-দর্শনরূপ পানকার্য্যে প্রভুর পিপাসাতিশয্য প্রকাশ পাইতেছিল।

২১৩। বান্ধুলী—এস্থলে ঐ জাতীয় রক্তবর্ণ পুষ্প বুঝিতে হইবে ; সুরঙ্গ—হিঙ্গুল-বর্ণ।

২১২-২১৫। শ্রীবিগ্রহ-মাধুরী-বিষয়ে শ্রীরূপপ্রভু শ্রীলঘু-ভাগবতামৃতে—"অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ। জঙ্গম-স্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ।।" তন্ত্রে—"কন্দর্প-কোট্যর্ব্বুদ-রূপশোভা-নীরাজ্য-পাদাব্জনখাঞ্চলস্য। কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তে-র্ধ্যানং পরং নন্দসুতস্য বক্ষ্যে।।"* ভাঃ ১০।২৯।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২১৫। শ্রীমহাপ্রভু যতই শ্রীমুখ দর্শন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দর্শন-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রভুর চক্ষু ও কৃষ্ণমুখপদ্ম উভয়ের মধ্যে আর ভেদ বা অন্তরায় ঘটিল না।

২১৭। আদি, ৪র্থ পঃ সংখ্যা ২০১-২০৩ বিশেষভাবে আলোচ্য।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

** 'যাঁহার সমান বা যাঁহার অপেক্ষা অধিক নাই, এইপ্রকার মাধুর্য্যতরঙ্গময় অমৃতসিন্ধু যিনি, সেই শ্রীনন্দনন্দনের রূপ স্থাবর ও জঙ্গম নির্ব্বিশেষে সকল প্রাণীর উল্লাস বর্দ্ধন করে।' তন্ত্রে—'যাঁহার পাদপদ্মের নখপ্রদেশ অসংখ্য কন্দর্পের রূপশোভা-কর্ত্তৃক নিত্য নীরাজিত, যাঁহার রম্যকান্তি আর কোথাও (এমনকি, মথুরা-দ্বারকাধীশেও) দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না, সেই নন্দনন্দনের ধ্যান-বিধি বলিব।' 'কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগঃ পুলকান্যবিভ্রন্।। (ভাঃ ১০।২৯।৪০)—গোপীগণ বলিলেন,—'হে কৃষ্ণ! ত্রিজগতের মধ্যে এমন কোন্ স্ত্রী আছে, যে তোমার সুমধুর পদ ও দীর্ঘ মূর্চ্ছনাযুক্ত অমৃতময় সঙ্গীতে মোহিত হইয়া আর্য্যধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তোমার ত্রিলোক-মানসাকর্ষী দিব্যরূপের দর্শনে গো, পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হয়।'*